গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
সদর কার্যালয়, বিআরটিএ ভবন
নতুন বিমান বন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা।
এনফোর্সমেন্ট শাখা
www.brta.gov.bd

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা এর অন্তর্ভূক্ত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের অংশীজনের অংশগ্রহণে ১ম প্রান্তিকে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	নুর মোহাম্মদ মজুমদার চেয়ারম্যান, বিআরটিএ।
সভার তারিখ	ঃ	১৭.০৮.২০২২ খ্রিঃ
সময়	ঃ	বিকাল ০৫.০০ টা
সভার স্থান	ঃ	বিআরটিএ-র সম্মেলন কক্ষ, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকাঃ পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং নির্বিঘ্ন গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার নিমিত্ত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছেরর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা অংশ হিসেবে অংশীজনের অংশগ্রহণে অদ্যকার সভা আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বিআরটিএ-র গ্রাহক সেবার মানবৃদ্ধি ও গতিশীল করার জন্য উপস্থিত অংশীজনের মতামত প্রদানের আহবান করেন।

গনপরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, আজকের যুগান্তর পত্রিকার শিরোনাম হচ্ছে গণপরিবহনে 'ভাড়া সন্ত্রাস'। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির পর সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সাথে সভা করে গণপরিবহনের ভাড়া সমন্বয় করে সড়ক পরিবহন ও মহাসসড়ক বিভাগ হতে পুনঃনির্ধারিত ভাড়ার প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে। উক্ত সভায় মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি ও সড়ক পরিবহনের মালিক সমিতির সকল নেতৃবৃন্দ ওয়েবিল, সিটিং সার্ভিস, অবৈধ স্ল্যাব এর নামে অস্বাভিক ভাড়া আদায় করবেন না মর্মে মতামত প্রকাশ করেন। সরকার নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধে বিআরটিএ কর্তৃক মালিক সমিতির প্রতিনিধিদের সাথে সভা করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব ঢাকা মহানগরীর মালিক সমিতির প্রতিনিধিগণকে নিয়ে আলাদাভাবে সভা করেছেন মর্মে জানা যায়। অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধে যৌথ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে, কিন্তু আশানরূপ ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বলেন মালিক সমিতির অনেক নেতৃবন্দ অতিরিক্ত ভাড়া বন্ধে আন্তরিক তারা চান না অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হোক। কিন্তু তারপরেও পত্র-পত্রিকায় গণপরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অনেক সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। এ বিষয়ে তিনি উপস্থিত মালিক সমিতির প্রতিনিধিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। সভাপতি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপস্থিত সকলকে আলোচনায় অংশগ্রহণের আহবান জানান।

জনাব আজমল উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি সভায় বলেন, বিআরটিএ-র বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের নেতৃত্বে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট অভিযানে মালিক সমিতির প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মালিক সমিতির পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগীতা করা হচ্ছে। সরকার নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধে মালিক সমিতির পক্ষ থেকে প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রয়েছে। গুটিকয়েক পরিবহন ছাড়া বেশির ভাগ পরিবহন ওয়েবিল, স্ল্যাবিং ইত্যাদির নামে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধ করা হয়েছে। এছাড়া অতিরিক্ত ভাড়া আদায়কারী পরিবহনগুলোকে চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের মত প্রকাশ করেন।

জনাব মোজাম্মেল হক চৌধুরী, মহাসচিব, বাংলাদেশ যাত্রী কল্যান সমিতি সভায় বলেন, অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধে মালিক সমিতির পক্ষ থেকে চার দফা ঘোষনা দেয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায় অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধে মালিক সমিতি আন্তরিক। তিনি বলেন, অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধে পদ্ধতিগত ত্রুটি রয়েছে। বিদ্যমান আইনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অপরাধে একটি গণপরিবহনকে যে পরিমান জরিমানা করা হয়, এর চেয়ে অনেক বেশি অতিরিক্ত ভাড়া আদায় হয় ফলে জরিমানা করার পরও অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধ হচ্ছে না। তিনি অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অপরাধে অভিযুক্ত কোন একটি গণপরিবহন কোম্পানিকে শাস্তির আওতায় এনে নিয়মিতভাবে ঐ কোম্পানির গণপরিবহনগুলো তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। এর ফলে ঐ কোম্পানিকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে। তিনি বিআরটিএ কর্তৃক নিবন্ধনকৃত হিউম্যান হোলার/টেম্পুর জন্য পৃথকভাবে ভাড়া নির্ধারণের অনুরোধ জানান। তিনি এলকা ভিত্তিক আঞ্চলিক পরিবহন কমিটি

(আরটিসি) এর মাধ্যমে স্ব স্ব এলাকায় পৃথকভাবে ভাড়া নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করেন। মালিকানা পরিবর্তন সহজী করনের উপর গুরুত্বারো করেন। বিআরটিএ অফিসসমূকে দালালমুক্ত করার জন্য প্রতিটি সার্কেল অফিসে হেল্প ডেস্ক চালুর অনুরোধ করেন। ড্রাইভিং লাইসেন্স স্মার্ট কার্ড সহজে প্রদানের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় অফিসে বিআরটিএ-র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্মার্ট কার্ড প্রিন্টিং মেশিন স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বিআরটিএ-র সেবার মানবৃদ্ধি ও গতিশীলতার জন্য জনবল বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন, অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধে আমাদের শুদ্ধাচার অনুসরণ করতে হবে, শুদ্ধ পথে যেতে হবে। তিনি পরিবহন মালিকদের আরো আন্তরিক ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। সকল গণপরিবহনে ভাড়ার চার্ট প্রদর্শন এবং ভাড়ার চার্ট অনুযায়ী ভাড়া নেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। ভাড়ার চার্ট সহজে বোধগাম্য করার জন্য কাজ করা হচ্ছে, এ বিষয়ে উপস্থিত অংশীজনের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে ভাড়ার চার্ট প্রদর্শনের জন্য মালিক সমিতিকে অনুরোধ করেন। তিনি মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দকে ভাঙ্গাচোরা লক্কর-ঝক্কর ফিটনেস বিহীন এবং রুট পারমিটিবিহীন বাস সড়কে না চালানোর জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরো বলেন সড়কে শৃঙ্খলার জন্য নির্দিষ্ট বাস স্টপেজে যাত্রী উঠানামা করতে হবে। স্টপেজের বাইরে যত্রতত্র যাত্রী উঠানামা করা যাবে না।

জনাব এম হুমায়ুন কবির, ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বাস ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন বলেন, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির পরে সরকার কর্তৃক গণপরিবহনের ভাড়া সমন্বয় করে বৃদ্ধি করা হয়। সরকার নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া যেন কোনভাবে আদায় করা না হয় এ বিষয়ে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব এর সভাপতিত্বে মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মালিকদের নিয়ে সভা করা হয়। অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধে মালিক সমিতির পক্ষ থেকে সব ধরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কোন পরিবহন অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ে অভিযুক্ত হলে আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণ এমনকি প্রয়োজনে রুটপারমিট বাতিলের ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, শুধুমাত্র সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি ও শ্রমিক ফেডারেশন শুদ্ধাচার অনুসরণ করলে হবে না। এক্ষেত্রে পেট্রোল পাম্প মালিক এসোসিয়েশনের জ্বালানি তেল বিক্রির সময় তেল চুরির অভিযোগ করেন।

এ বিষয়ে সভাপতি শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আত্মশুদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি পরবর্তী সভায় পেট্রোল পাম্প মালিক এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি এবং জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিকে আহবান জানানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া জ্বালানি তেল বিক্রির কারচুপি বন্ধে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং বিএসটিআইকে অভিযান পরিচালনার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে মর্মে জানান।

জনাব আজমল উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির প্রতিনিধি সভায় বলেন, ঢাকা-কুয়াকাটা ঢাকা-বরিশাল রুটে রুট-পারমটি পাওয়া যাচ্ছে না মর্মে অভিযোগ করেন। এছাড়া সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল, ঢাকা থেকে বরগুনায় কোন অনুমোদিত রুট না থাকায় সংশ্লিষ্ট রুটে গাড়ী চালানো যাচ্ছে না। তিনি এ রুটটি অনুমোদন এবং ঢাকা-বরিশাল রুটে রুট-পারমটি প্রদানের অনুরোধ করেন।

এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, রুট-পারমিটের বিষয়ে নিয়ম শৃঙ্খলার উপর গুরুত্বারোপ করেন। রুট-পারমিটিবিহীন যানবাহন সড়কে না চালানোর জন্য অনুরোধ করেন। কোন রুটে গাড়ীর চাহিদা ও সরবরাহের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে গাড়ীর সংখ্যা নির্ধারণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়ম শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সরকারি নির্দেশনা, প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে সকলকে কাজ করার অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ আঃ মালেক, সাধারণ সম্পাদক, মহাখালী বাস টার্মিনাল মালিক সমিতি বলেন, রাতের বেলায় দুর পাল্লার বাসগুলোতে যাত্রা শুরুর পূর্বে এবং সর্বশেষ কাউন্টার যেখানে যাত্রী উঠানো হয় সেখানে ভিডিও করা হয় এবং চেকিং করা হয়। এখন সমস্য হচ্ছে ডাকাত দলের সদস্য কাউন্টারে টিকিট কেটে যাত্রী বেশে গাড়ীতে উঠে এবং মাঝ রাস্তায় সুবিধাজনক স্থানে গাড়ীতে হামলা করে। ফলে কিছু করার থাকে না। তিনি ডাকাতি রোধে হাইওয়ে পুলিশের আরো তৎপরতা বৃদ্ধির অনুরোধ করেন।

এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, কাউন্টারের বাইরে কোনভাবেই যাত্রী তোলা যাবে না। দুরা পাল্লার বাস টার্মিনাল ও কাউন্টার গুলোতে হাইওয়ে পুলিশের অভিযান বাড়াতে হবে এবং মাহাসড়কে হাইওয়ে পুলিশের টহল বৃদ্ধি করতে হবে।

জনাব আবু রায়হান মুহাম্মদ সালেহ, যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার ট্রাফিক উত্তর, ডিএমপি সভায় বলেন, ডিএমপি কমিশনার মহোদয়ের সভাপতিত্বে মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে সভা হয়েছে। উক্ত সভায় ডাকাতির প্রতিরোধে ডিবি পুলিশের উদ্ভাবিত একটি মেকানিজম পুশ বাটন/পিনিক বাটন নিয়ে আলোচনা হয়। সড়ক পরবহন মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ পুশ বাটন/পিনিক বাটন প্রযুক্তি ব্যবহারে একমত পোষন করেন। এর প্রাথমিকভাবে খরচ করবে ৮০০০-১০০০০/- টাকা পরবর্তী প্রতি মাসে ১০০০/- টাকা খরচ পরবে। ডাকাতির সময় পুশ বাটন/পিনিক বাটনে চাপ দিলে স্টেশন, ডিবি অফিস এবং সংশ্লিষ্ট মালিকের কাছে ম্যাসেজ পৌছে যাবে। ম্যাসেজ প্রাপ্তির পর স্থানীয় পুলিশ স্টেশন থেকে জিপিএস ট্রাকিং এর মাধ্যমে বাসের অবস্থান নিশ্চিত করে সাথে সাথে ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারবেন।

জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান অতিরিক্ত, উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক, হাইওয়ে পুলিশ সভায় বলেন, জেলা পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশ সমন্বয় করে রাতের বেলায় মহাসড়কে টহল দেয়া হয়। তিনি জানান টহলরত অবস্থায় গাড়ির ভিতরে কি ঘটছে তা সহজে বোঝা সম্ভব হয় না, গাড়িতে পর্দা দেয়া থাকে গাড়ির লাইট বন্ধ থাকে। এছাড়া রাস্তার মাঝে যাত্রী উঠালেও পুলিশের কিছু করার থাকে না।

জনাব শাহদাত হোসেন, উত্তরা মটরস সভায় বলেন, শিক্ষা নবিস ড্রাইভিং লাইসেন্সর পরিবর্তে ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখ থেকে মোটর সাইকেল কিনতে পারবে না এরুপ সিদ্ধান্তের বিষয়ে পুনরায় বিবেচনার অনুরোধ করেন। তিনি সম্প্রতি সড়ক দুর্ঘটনার শিকার কমবয়সী ছেলেদের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের দায়িত্বহীনতাকে দায়ী করেন। সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে চালকদের বেপরোয়া গতি এবং টিকটক ভিডিও নির্মনকারীদের নিয়ন্ত্রণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি মোটরসাইকেল ব্যবসায়ীদের হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া মোটরসাইকেল ক্রয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পুনরায় বিবেচনায় অনুরোধ করেন।

এ বিষেয়ে সভাপতি বলেন, শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স এর পরিবর্তে ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া মোটর সাইকেল কেনা যাবে না এরুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাথে সাথে অনেকগুলো পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয় হয়েছে। ব্যবসায়ীদের যেন ক্ষতি না হয় এজন্য ০৩ (তিন) মাস আগেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি বিষয়টি প্রচারণার জন্য মটর আমদানিকারক সংস্থাদের বলা হয়েছিল মর্মে জানান।

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	গণপরিবহনে সরকার নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধ করতে হবে। সিটি বাস সার্ভিস, ওয়েবিল, স্ল্যাব, চেকিং এর নামে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়কারী গণপরিবহনসমূহের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, প্রয়োজনে রুট পারমিট বাতিল করতে হবে।	১। পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ বিভাগীয় কার্যালয় (সকল)। ২। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বিআরটিএ (সকল)। ৩। মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি।
২.	সরকার নির্ধারিত ভাড়ার চার্ট সাধারণ মানুষের জন্য সহজে বোধগম্য করতে হবে। ভাড়ার চার্ট ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির পক্ষ থেকে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি গণপরিবহনে ভাড়া তালিকা থাকা নিশ্চিত করতে হবে।	১। পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ । ২। মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি।
৩.	সড়কে ফিটনেসবিহীন ও রুট-পারমিটবিহীন গাড়ী সড়কে চলাচল করতে পারবে না। নির্দিষ্ট স্টপেজ ছাড়া যত্রতত্র যাত্রী উঠা-নামা করানো যাবে না।	১। ডিএমপি। ২। হাইওয়ে পুলিশ। ৩। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট , বিআরটিএ। ৪। মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি।
৪.	পেট্রোল পাম্পগুলোতে জ্বালানি তৈল বিক্রির কারচুপি বন্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তর ও বিএসটিআই বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	১। পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট), বিআরটিএ
৫.	বাস কাউন্টারের বাইরে কোনভাবেই যাত্রী তোলা যাবে না। দুর পাল্লার বাস টার্মিনাল ও কাউন্টার গুলোতে হাইওয়ে পুলিশের অভিযান বাড়াতে হবে এবং মাহাসড়কে হাইওয়ে পুলিশের টহল বৃদ্ধি করতে হবে।	১। হাইওয়ে পুলিশ ২। মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি
৬.	নির্দিষ্ট লেন মেনে গাড়ি চালনা, অযথা হর্ণ না বাজনো, অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, রাস্তার মাঝে গাড়ি থামিয়ে পেছনে যান চলাচল বিঘ্ন না ঘটানোর বিষয়ে হেলপার ও চালককে সচেতন করতে হবে ও একই সাথে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	১। হাইওয়ে পুলিশ। ২। মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত
২৫/০৮/২০২২
(নুর মোহাম্মদ মজুমদার)
চেয়ারম্যান
ফোনঃ ৫৫০৪০৭১১

স্মারক নং-৩৫.০৩.০০০০.০০২.৫০.০০৮.১৯-৪০১

তারিখ ঃ ২৫-০৮-২০২২ খ্রিঃ।

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা।
৪. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, নগর ভবন, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত আইজিপি, হাইওয়ে পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ৩৪ শাহজালাল এভিনিউ, উত্তরা, ঢাকা।
৭. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা বনানী।
৮. সচিব, পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট/প্রশাঃ/ইঞ্জিঃ/অপাঃ/রোড সেফটি/প্রশিক্ষণ), বিআরটিএ সদর কর্যালয়, বনানী, ঢাকা।
৯. উপপরিচালক (প্রশাঃ/এনফোর্সমেন্ট/অর্থ/আইন/অপাঃ/অডিট ও তদন্ত/ইঞ্জিঃ-১,২,৩), বিআরটিএ সদর কর্যালয়, বনানী, ঢাকা।
১০. পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ, ঢাকা বিভাগ, মিরপুর-১৩, ঢাকা।
১১. বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, আদালত-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০/১২/১৩ বিআরটিএ, ঢাকা/চট্টগ্রাম।
১২. এক্সিডেন্ট ডাটা এনালিস্ট, বিআরটিএ সদর কর্যালয়, বনানী, ঢাকা।
১৩ সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিঃ) ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১, ২, ৩, ও ঢাকা জেলা সার্কেল।
১৪. সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর, বিআরটিএ সদর কর্যালয়, বনানী, ঢাকা।

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, পরিবহন ভবন, ২১,রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
২. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮,রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
৩. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান, মালিক সমিতি, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, গাবতলী/মহাখালী/সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি।
৫. চেয়ারম্যান/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন, ২৫৭/ক বাগবাড়ি, গাবতলী, ঢাকা।
৬. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়ন, ২৫৭/ক, বাগবাড়ি, চাঁদ তারা মসজিদ (২য় তলা), গাবতলী, ঢাকা।
৭. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়ন, মহাখালী/সায়েদাবাদ/গাবতলী বাস টার্মিনাল, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, বনানী, ঢাকা।
২। সহকারী প্রোগ্রামার, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, বনানী, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধ সহ)।
৩। অফিস কপি।

২৫.০৮.২২

(মোঃ হেমায়েত উদ্দিন)
উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)
ফোনঃ ৫৮১৫৪৭০২২